সংবাদ

তারিখ 0 2 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

সেশন জটে আটকা পড়ছে শিক্ষার্থীরা শেকৃবি খোলার উদ্যোগ নেই

ফরিদ উদ্দিন

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির দীর্ঘদিনের সেশন জট সেমিস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে দূর হলেও আবারও নতুন করে সেশন জটে আটকে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অনার্স ও মাস্টার্স পর্বের বিভিন্ন বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি কবে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে আর কবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কোন কোন বর্ষের কোর্স সিলেবাস এখনও শেষ হয়নি। এ অবস্থায় চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ দিনের বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। অনেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধব ও আবাসিক হলের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে খবর নিচ্ছেন। মাস্টার্স পর্ব ও অনার্স সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার প্রবেশপত্র আবাসিক হলগুলোতে এসে জমা হচ্ছে। যারা ঢাকায় আছেন বা এর আশপাশে অবস্থান করছেন তারা নিজ উদ্যোগে আবাসিক হলে এসে এসব কাগজপত্র সংগ্রহ করছেন। কিন্তু অনেকে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যাওয়ায় চাকরি নিয়োগ বা চাকরিপ্রার্থী বাছাইপর্বের পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন না বলে হল প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। ফলে চাকরি নামের সোনার হরিণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। মাস্টার্স পর্বের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের গবেষণা কার্যক্রম চালাতে পারছেন না। অনেকে মাঠপর্যায়ে গবেষণা শুরু করলেও তা পরিচর্যা করতে পারছেন না ক্যাম্পাস বন্ধ থাকার কারণে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষের আশঙ্কায় গত মাসের ১৩ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ওই সময়ে ১৪ দলের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অবরোধ শেষ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা আশা করেছিল ক্যাম্পাস খুলে দেয়া হবে। কিন্তু খোলার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি।

ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের একটি বিশুদ্ধ সূত্র জানায়, ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে এখনও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএম ফারুক এ ব্যাপারে কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনাও করেনি, ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে বলে অভিযোগ রয়েছে। বরং সংগঠনের নেতাকর্মীরা নিজ উদ্যোগে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে উপাচার্য উভয়দলের কাছে হলে সহাবস্থানের ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছার জন্য বলেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক জন ছাত্রনেতা জানিয়েছেন ছাত্রদল-ছাত্রলীগের কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় ছাত্রদল ও বিএনপিপন্থি শিক্ষকরা ক্যাম্পাস না খোলার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এ ধরনের গুঞ্জনও ঢাকায় অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকুক এটা আমরা চাই। এ বিষয়টি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা সমীচীন নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার ব্যাপারে সচেতন শিক্ষক সমাজের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নুরুল ইসলাম বলেন, খুব শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া উচিত; না হলে বড় ধরনের সেশন জটে পড়বে শিক্ষার্থীরা।

এদিকে আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সচেতন শিক্ষক সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ জানিয়েছেন বলে ওই সংগঠন সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার ক্যাম্পাস অচিরেই খুলে দেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কোর্সের শিক্ষক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের নিয়ে কৃষি অনুষদের ডিনের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় দেশের পরিস্থিতির ওপর ক্যাম্পাস খোলা না খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে অধীর আগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে দিন গুণছেন শিক্ষার্থীরা। কবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে, কবে পরীক্ষা হবে, কবে ক্লাস শুরু হবে এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার যেন শেষ নেই। মাস্টার্স পর্বের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা বলেন, ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় তারা মাঠ গবেষণার কাজ ঠিক মতো করতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন। অনেকে বাড়ি চলে যাওয়ায় ফসলের পরিচর্চা করতে পারছেন না। ফলে তাদের মাস্টার্স পর্বের কোর্সের থিসিস পর্ব হুমকির মধ্যে রয়েছে।

ক্যাম্পাস কবে নাগাদ খুলতে পারে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, খুব শিগগিরই ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিয়ে বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করে হবে।